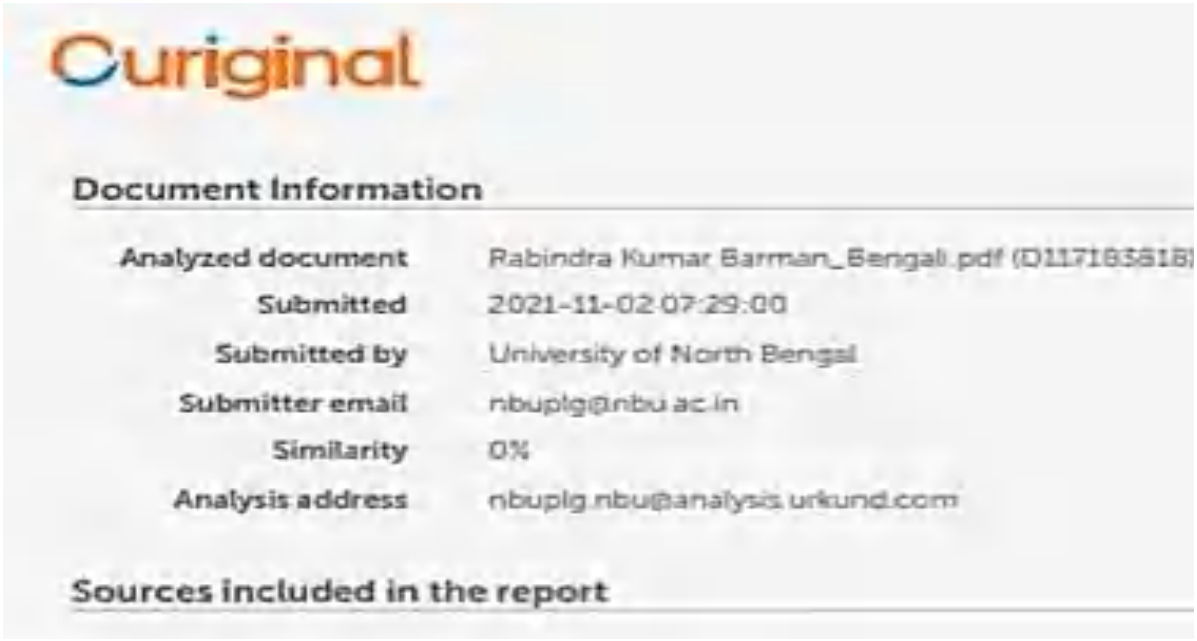
Curiginal

Document Information

Analyzed document	Rabindra Kumar Barman_Bengali.pdf (D117163618)
Submitted	2021-11-02 07:29:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	0%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

Rabindra Kumar Barman
24/12/2021

Rabindra Kumar Barman
Department of Bengali
University of North Bengal

Dr. Nikhil Chandra Ray
(Supervisor)
Department of Bengali
University of North Bengal

PROFESSOR
Department of Bangla
North Bengal University

ঘোষণা

আমি **'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

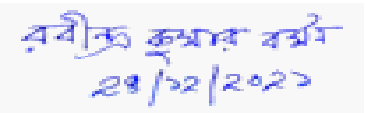

রবীন্দ্র কুমার বর্মন
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

I assure you that Rabindra Kumar Barman has prepared his Ph. D thesis for the Ph. D degree from the University of North Bengal under my supervision, entitled **'Dibyendu Paliter Uponyas : Bisoyboicitryo, Charitrer Manobishleson o Shilporiti'** [**'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি'**] To prepare the thesis, he has met the requirements of the appropriate rules and regulations of the university. I am sure that this thesis has not been submitted to any other university or educational institution before. As a supervisor, I recommend him to submit his dissertation for his Ph. D at the University of North Bengal.

I wish Rabindra Kumar Barman success.

Dr. Nikhil Chandra Ray
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

PROFESSOR
Department of Bangla
North Bengal University

নিবেদন

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বিশেষ আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোভুক্ত মানুষের জীবন এবং তার মনোজগতের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অন্বেষণের লক্ষ্যে আমি 'দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস : বিষয়বৈচিত্র্য, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ ও শিল্পরীতি' শীর্ষক বিষয়ে আমার উচ্চতর গবেষণার বিষয় গ্রহণ করি। এর পূর্বে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ২০১৫-২০১৭ সেশনে এম. ফিল করি। যদিও আমার এম. ফিলের বিষয় ছিল মধ্যযুগের সাহিত্য। তবে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি টানটাই বেশি করে উঁকি দেয় মনের ভিতর। ২০১১-২০১৩ সেশনে এম. এ পড়ার সময় থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই তাগিদে গবেষণার প্রতি প্রবল ঝোঁকও ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করতে করতে কখন যে কথাশিল্পী দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যরচনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি তা বুঝে উঠতে পারিনি। দিব্যেন্দু পালিত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একজন স্বতন্ত্র ধারার লেখক। যিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন বিষয় নিয়ে উপন্যাস ও ছোটোগল্প লিখেছেন। খবরের কাগজের বিষয় কিভাবে লেখকের কলমে উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে তা পড়ে আমি হতবাক হই এবং এই বিষয়ে প্রবল আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মায়। সেই ভালোলাগা বা ভালোবাসার বিষয়ে আরো প্রবলভাবে জানার জন্য আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে যাই। বিষয়টির প্রতি আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য বেছে নিতে উৎসাহিত করেন। এবং আমি তাঁর পরামর্শ মেনে আমার গবেষণার বিষয়টি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে জীবনকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে দেখা একজন অনালোচিত ঔপন্যাসিক দিব্যেন্দু পালিতের প্রতিভা ও তাঁর উপন্যাসগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার ক্ষেত্রটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হলো—

প্রথম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য**
ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)]

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ'(১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ'(১৯৮২)]

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা'(১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী'(১৯৯১)]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত'(১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন'(২০০৩)]

তৃতীয় অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বিচিত্রতা**

চতুর্থ অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের প্রকৃতি**

পঞ্চম অধ্যায় : **দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের শিল্পরীতি**

ক. উপস্থাপনরীতি

খ. গঠননৈপুণ্য

গ. ভাষাবিন্যাস

ষষ্ঠ অধ্যায় : **সমকালীন বাংলা উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিতের স্বাতন্ত্র্য**

আমার এই গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সাহায্য করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। স্যারের মূল্যবান সুপরামর্শ, সুগভীর জ্ঞান, সঠিক দিক নির্দেশ, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিনিয়ত বিষয়টি নিয়ে স্যারের সঙ্গে পর্যালোচনা করে গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে পেরেছি। স্যারকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয় এবং বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকেরা নানাভাবে আমাকে উৎসাহ এবং সুপরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমি যাঁর কাছে চিরঋণী আমার বাবা স্বর্গীয় শ্রী অখিল চন্দ্র বর্মনকে। আজ বিশেষভাবে মনে পড়ছে বাবার কথা। এই গবেষণাকর্ম চলাকালীন তাঁকে আমি হারিয়েছি। আমার গুছিয়ে ওঠা পড়াশোনা ওলট-পালট হয়ে গেছে। মনে বড়ো কষ্ট হচ্ছে বাবা এই কাজটি দেখে যেতে পারলেন না। এরপর নিরন্তর যারা আমাকে পড়াশুনার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার মা শ্রীমতী মনোমতি বর্মন, দাদা অজিত কুমার বর্মন, বৌদি তাপসী বর্মন। এছাড়াও যাদের মুখ দেখলে আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় ও স্নেহে ভরে ওঠে প্রাণ ঠাকুরমা শ্রীমতী রমেশ্বরী বর্মন এবং দুই ভাইপো সৃজন কুমার বর্মন ও অপ্রতিম কুমার বর্মন।

আমার এই গবেষণাকর্মটির জন্য আমি মূলত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস এন্ড কালচার্স-এর সাহায্য গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন সময়ে যারা বই দিয়ে সাহায্য করেছেন তারা হলেন বিভাগের অগ্রজপ্রতিম গবেষক কালিপদ বর্মন, অভিষেক মণ্ডল, পার্থ সাহা এবং বোনসম সাথী নন্দী— তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জহর সেনমজুমদার, অগ্রজপ্রতিম ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক রঞ্জন রায়, হাওড়ার প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজের অধ্যাপক সুধাংশুকুমার সরকার— এমন অনেক গুণমুগ্ধ মানুষ যারা আমার কাজের প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমনকি যারা প্রত্যেকটা সময় আমাকে আন্তরিক উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বিভাগের দাদা-দিদিরা, বন্ধু এবং ভাই-বোন— তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। গবেষণাপত্রটি মুদ্রণের কাজ আমি নিজেই করেছি, সঙ্গে সাহায্য করেছে অনুজপ্রতিম ভাই বিশ্বজিৎ মজুমদার। আর প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছে গবেষক ভায়েলী পাটোয়ারী, জয়ন্ত বর্মন, সুজিত বর্মন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আজীবন মনে রাখার মতো, তাদেরকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই গবেষণাকর্মটির উদ্ধৃতি অংশে লেখকের মূল বানান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংসদ বাংলা অভিধান প্রবর্তিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

রবীন্দ্র কুমার বর্মন
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়